তারিখ 0 9 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

এইচএসসি ॥ কয়েক স্থানে

পরিদর্শক প্রহৃত ॥ গ্রেফতার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (শনিবার) এইচ এস সি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় সারাদেশে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে প্রায় দেড় সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্নস্থানে বহিষ্কৃত ছাত্রদের হাতে পরিদর্শক প্রহৃত হইয়াছেন।

নড়াইল, সংবাদদাতা জানান, গতকাল লোহাগড়া কলেজের শিক্ষক দেলওয়ার হোসেন বড়দিয়া মুনশি মানিক মিয়া কলেজ কেন্দ্রে জনৈক পরীক্ষার্থীকে নকল করার অভিযোগে বহিষ্কার করিলে—বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীসহ অন্যান্য পরীক্ষার্থী উক্ত শিক্ষককে ধাওয়া করিয়া প্রহার করে। তাহারা অধ্যক্ষের কক্ষও ভাংচুরও করে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য কর্তব্যরত পুলিশ এক রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ করিয়াছে। ২২টি উত্তর-

এইচএসসি

(১ম পৃঃ পর)

পত্র জমা পড়ে নাই। ৩২ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। জেলা প্রশাসক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অবশিষ্ট পরীক্ষা নড়াইলে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। এই কেন্দ্রে বহিরাগত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

খুলনা অফিস জানায়, গতকাল মঙ্গলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে বদিউর রহমান ও জসিম উদ্দিন নামে দুইজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। পরীক্ষা শেষে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক ও সমর্থকদের হামলায় মঙ্গলা কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল সুশীল বিশ্বাস, প্রভাষক কুবের মণ্ডল, সরোয়ার হোসেন ও অসিৎ কুমারআহত হন। হামলাকারীরা মঙ্গলা কলেজের কয়েকটি কক্ষ এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এ ব্যাপারে মঙ্গলা থানার সাথে যোগাযোগ করা হইলে জানানো হয় যে, কোনও মামলা হয় নাই। এদিকে আজকের মধ্যে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে আগামীকাল সোমবার হইতে শিক্ষকরা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

বরিশাল অফিস জানায়, গতকাল সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ কেন্দ্রে দুইজন পরীক্ষার্থীর হাতে হল পরিদর্শক শওকত আকবর খান প্রহৃত হইয়াছেন। শরিফউদ্দিন ও সাইফুল ইসলাম নামক ঐ পরীক্ষার্থীদ্বয় নকল করাকালে উক্ত পরিদর্শক বাধা দিলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ঐ দুইজন তাঁহাকে বেদম মারধর করিয়া পালাইয়া যায়। এ সময় গেটে বোমা ফাটানো হয়। আহত শিক্ষককে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদ্বয়কে বহিষ্কার ও কলেজের পক্ষ হইতে থানায় মামলা হইয়াছে। এদিকে বানারীপাড়ার বাইসারী কেন্দ্রে ৭ জন পরীক্ষার্থী বিনা প্রবেশপত্রে পরীক্ষা দিতেছে।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, বহিষ্কারের পর ভাওয়াল জামানপুর কলেজ কেন্দ্রে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে শরীফ উদ্দিন নামের এক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

গতকালও যশোর এবং কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া যায় নাই। যশোর বোর্ড জানায়, নির্দেশ দেওয়া সত্বেও পরীক্ষার কেন্দ্র হইতে বহিষ্কারের তথ্য বোর্ডে পাঠানো হয় না। যাহারা পাঠান তাহারাও খুব একটা তৎপর নহেন। আগের দিনের বহিষ্কারের খবর পরের দিন বোর্ডে পাঠানোর ঘটনা নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গতকাল ঢাকা বোর্ডে বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ৫৬৪। ঢাকা মহানগরীতে ৩, গাজীপুর জেলায় ৬৬, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৫, নরসিংদী জেলায় ৩৪, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ৬, মানিকগঞ্জ জেলায় ৪০, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৩, ময়মনসিংহ জেলায় ৮৮, জামালপুর জেলায় ৩০ কিশোরগঞ্জ জেলায় ৪৬, নেত্রকোনা জেলায় ৯১ শেরপুর জেলায় ২৬, ফরিদপুর জেলায় ৯, গোপালগঞ্জ জেলায় ১৩, রাজবাড়ি জেলায় ৩, মাদারীপুর জেলায় ৬৫ এবং শরিয়তপুর জেলায় ৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে।

রাজশাহী বোর্ডে বহিষ্কারের সংখ্যা ৫৬০। বোর্ড সূত্রে জানা যায়ঃ রাজশাহী জেলায় ৭১, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৩০, নাটোর জেলায় ৮, নওগাঁ জেলায় ৪২, পাবনা জেলায় ১৩, বগুড়া জেলায় ৭৪, রংপুর জেলায় ৫৩, গাইবান্ধা জেলায় ৪৪, কুড়িগ্রাম জেলায় ৭০, নীলফামারী জেলায় ৩৫, লালমনিরহাট জেলায় ৫, দিনাজপুর জেলায় ৭৬, ঠাকুরগাঁও জেলায় ২৮ এবং পঞ্চগড় জেলায় ১১ জন পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হইয়াছে।

যশোর বোর্ড জানায়ঃ ঝিনাইদহ জেলায় ১, পিরোজপুর জেলায় ৫ খুলনা জেলায় ৯, নড়াইল জেলায় ১, বরিশাল জেলায় ১, ভোলা জেলায় ২, পটুয়াখালী জেলায় ১, বরগুনা জেলায় ১, কুষ্টিয়া জেলায় ১৫, মাগুরা জেলায় ৩ এবং যশোর জেলায় ১৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে।

কুমিল্লা বোর্ডে বহিষ্কৃতদের খবর দিয়া আমাদের সংবাদদাতারা জানান: গতকাল কুমিল্লা জেলায় ৮৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৩, লক্ষ্মীপুর জেলায় ২৬, চট্টগ্রাম জেলায় ১১৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। চট্টগ্রাম শহরসহ জেলার মোট ৫১টি কেন্দ্র হইতে কেবল বহিষ্কৃতের সংখ্যা ১০২ জন।